সংবাদ পরিষেবা

জুলাই - ২০১৭

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

ফসল বিমায় গলদ – সিএজি

২৩/১৫

প্রত্যেক সরকারই চাষিদের প্রতি তাদের দরদ দেখানোর জন্য নানা কর্মসূচি নেয়। এই রকম কর্মসূচির একটি হল ফসল বিমা যোজনা। ১৯৮৫ সালে ভারতে ফসলের বিমা শুরু হয় যা আজও চলেছে। তবে সরকার বদলের সঙ্গে এর নামও বদল হয়। বর্তমানে যার নাম প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা। সম্প্রতি কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা সিএজি ফসল বিমা যোজনা নিয়ে একটি অডিট করে। অডিট রিপোর্টটির নাম 'পার্ফরমেন্স অডিট ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট এগ্রিকালচার ক্রপ ইন্স্যুরেন্স স্কিম রিপোর্টস অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মারস (রিপোর্ট নং ৭-২০১৭)'। সেই অডিটের সংক্ষিপ্তসার এখানে তুলে ধরা হল।

- ফসল বিমার টাকা দেয় চাষি, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার।
- সরকারের হয়ে এই বিমা বিষয়ে দেখভাল করার জন্য ২০০২ সালে কোম্পানি রেজিষ্টার আইনে নথিবদ্ধ হয় এগ্রিকালচার ইনসিওরেন্স কোম্পানি বা এআইসি।
- তিন দশক ধরে এই বিমা চলছে, কিন্তু বেশিরভাগ ছোটো এবং প্রান্তিক চাষি, (যাদের সংখ্যা সারা ভারতে ৮২ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৯৬ শতাংশ তারা) এর আওতায় নেই।
- তফশীলী জাতি এবং উপজাতি চাষিদের এই বিমার আওতায় আসার বিশেষ সুবিধা রয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কত চাষি বিমার আওতায় রয়েছে তার কোনো তথ্য কোথাও নেই।
- বিমা প্রকল্পে ভাগ চাষি এবং ভাড়াটে চাষির বিমা এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এরকম কত চাষির বিমা হয়েছে, কতজন ক্ষতিপূরণের আবেদন করেছে এবং কতজন ক্ষতিপূরণ পেয়েছে তার কোনো হিসেব নেই।
- ঋণ যারা নেয় তারাই বিমার আওতায় সরাসরি চলে আসে।
- ঋণ নেওয়া অনেক চাষি জানে না যে তারা বিমার আওতায় রয়েছে। অন্যভাবে বললে এটা ফসলের বিমা নয় ঋণের বিমা।
- এই সমীক্ষা করার সময় যতজন চাষিদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল, তার তিন ভাগের ২ ভাগই ফসল বিমা সম্পর্কে কিছু জানে না।
- ব্যাঙ্ক, যারা ঋণ দেয়, তারা বেশিরভাগ সময় চাষিদের বিমা সম্পর্কে জানায় না অথবা খুব দায়সারাভাবে জানায় বিমা কী, কেন এই বিমা করা হচ্ছে, কতটা বিমা হল, ক্ষতিপূরণের হিসেব কীভাবে হবে, সর্বাধিক কত টাকা পাওয়া যাবে, কোন কোন ফসলের ক্ষেত্রে বিমা করা যাবে ইত্যাদি।

- বিমাকৃত চাষিদের কোনো তথ্য কোনো সরকারের কাছে নেই। এআইসিও এই তথ্য রাখে না। এখন সহজেই ডিজিটাল মাধ্যমে এই তথ্য রাখা যায়। কারণ ব্যাঙ্কের কাছে তথ্য থাকে। সিএজি'র প্রশ্ন, ডিজিটাল ভারতের সুবিধা তাহলে কি চাষিদের জন্য নয়?

- বিমা, ফসলের ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিপূরণের আবেদন এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়া চাষিদের তথ্য তদারক করার কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। আর বিমার বুনিয়াদি তথ্যই যখন সরকারের কাছে নেই তখন, স্বাভাবিকভাবেই যে তদারকি ব্যবস্থা রয়েছে তাও প্রায় মানা হয় না।

- কতটা এলাকায় ফসল বোনা হয়েছে আর কতটা এলাকার ফসলের বিমা হয়েছে, এই দুই হিসেবের মধ্যে কোনো মিল নেই। মহারাষ্ট্রের একটি ব্লকে ২০১৫ সালের খরিফ মরশুমে ৫১৩৯৭ হেক্টর ধান রোয়া হয়েছিল। আর বিমা করার এলাকা ছিল ১১১৬১৫ হেক্টর। এটা দ্বিগুণ বিমার টাকা নেওয়ার সম্ভাবনার কথা বলে। এই কারণে মহারাষ্ট্রের বিড় জেলার তিনটি ব্লকের তথ্য যাচাই সিএজি। দেখা যায় একই বিমার জন্য ২-৩ বার টাকা পেয়েছে চাষি। এটা চাষিরা করল নাকি দুর্নীতি অন্য কোনো জায়গায়? এ প্রসঙ্গে সিএজি'র বক্তব্য, রাজ্য সরকারের তথ্য ভরসাযোগ্য নয়।

- সিএজি তার অডিটে উল্লেখ করেছে যে, মহারাষ্ট্রের ৪টি জেলায় ৭টি ব্যাঙ্ক চাষিদের কোনো কারণ না দেখিয়েই ৭২ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের আবেদন বাতিল করে দিয়েছে।

- বিমার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার মত কোনো ব্যবস্থা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নেই।

- মহারাষ্ট্রেরই একটি সমবায় ব্যাঙ্ক তাদের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটে বলে, চাষিদের ক্ষতিপূরণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১০১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় তার খাতাতেই পড়ে রয়েছে ৯৮ কোটি টাকা।

- যে পরিবার পরিমাণ টাকা বিমা করা হল, তার থেকে যদি বিমার ফেরত দেওয়ার টাকা কম হয়, তবে সেই অতিরিক্ত টাকা বিমা কোম্পানিগুলি কী করবে তার কোনো সরকারি গাইডলাইন নেই।

- ২০১১-১২ থেকে ১৫-১৬ সালের মধ্যে এআইসি ১০টি প্রাইভেট বিমা কোম্পানিকে ৩৬২২ কোটি টাকা দিয়েছে কোনো গাইডলাইন না মেনেই। এর কোনো কারণ দেখাতে পারেনি এআইসি। আর বিমার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিলে তবেই বিমার টাকা দেওয়া যাবে - এরকম কোনো নির্দেশিকা এআইসি দেয়নি।

- সরকার কয়েক হাজার কোটি টাকা প্রাইভেট বিমা কোম্পানিগুলিকে দেয় চাষিদের ফসলের বিমার জন্য। কিন্তু কত চাষি বিমার জন্য আবেদন করল এবং কত চাষি তা পেলো তার হিসেব পরীক্ষা করার কোনো অবকাশ তাদের নেই।

- প্রাইভেট বিমা কোম্পানিগুলিকে সরকার একটা বড় অঙ্কের টাকা দিলেও তাদের, এই টাকার অডিট করার ক্ষমতা সিএজি'র নেই।

- সিএজি'র বক্তব্য, চাষিরা তথ্য চাইলে ব্যাঙ্কগুলি তা দিতে অনর্থক দেরি করে। আর যে তথ্য দেওয়া হয় তাতে প্রচুর ভুল থাকে, বিশেষ করে অ্যাকাউন্ট নম্বরে। ফলে চাষির হদিস পাওয়া মুশকিল হয়।

সিএজি'র বক্তব্য এখানে মহারাষ্ট্রের উদাহরণ দেওয়া হলেও এ ছবি ভারতের সর্বত্র।

বিমায় মরে চাষা

২৩/১৬

সুব্রত কুণ্ডু

ফসল বিমা নিয়ে সিএজি রিপোর্ট খুবই হতাশাজনক। সরকারের বিভিন্ন তথ্যও কিন্তু একই কথা বলছে। প্রথমত আমরা সবাই জানি যে, সব ফসলের ওপর বিমা হয় না। ফলে অনেক চাষি এবং তাদের ফসল এমনিতেই বিমার আওতার বাইরে থাকে। দ্বিতীয়ত বিমার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় এলাকা হিসেবে একটি ইউনিট ধরে হিসেব হয়। এবার যদি ওই ব্লকের একটা ছোটো এলাকায় প্রাকৃতিক কারণে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তার জন্য সাধারণত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। যদি ওই ইউনিট এলাকার বেশিরভাগ চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবেই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়।

অর্থ দফতরের এক হিসেবে বলা হয়েছে, গত আর্থিক বছরে মোট চাষির ২৫ শতাংশ এই বিমা যোজনার আওতায় এসেছে। এর মধ্যে যে চাষি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে তারা আছে। কারণ ব্যাঙ্ক ঋণ নিলে নিয়মমতে বিমার আওতায় চলে আসে চাষিরা। বাকি

বড় চাষি এবং কিছু মাঝারি চাষি তাদের ফসলের বিমা করে। আর আছে চাষের কাজে নিয়োজিত কোম্পানিগুলি। যার মধ্যে ১২ শতাংশ ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেছে আর ১ শতাংশ চাষি ক্ষতিপূরণ পেয়েছে।

কেন্দ্রের কৃষি দফতরের রাজ্য মন্ত্রী পুরুষোত্তম রুপালা এ বছর মার্চ মাসের ২৮ তারিখে লোকসভায় বলেন ২০১৬ সালের খরিফে ৯০০০ কোটি টাকার ফসল বিমা করা হয়েছিল। যার মধ্যে সরকার দিয়েছে ৭৪৩৮ কোটি টাকা। এ যাবৎ ২৭২৫ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন জমা পড়েছে। টাকা দেওয়া হয়েছে ৬৩৯ কোটি টাকা। সারা দেশের চাষিরা চরম দারিদ্রে ভুগছে। সরকার চাষিদের জন্য কত কী করছে বলে ঢালাও প্রচারে প্রথম বিষয় হল এই ফসল বিমা যোজনা। তারই যদি অবস্থা এতই সঙ্গীন, ৭৫ শতাংশ চাষি যদি বিমার বাইরেই থাকে, তবে সরকারের চাষিদের প্রতি প্রেমের প্রচার, কুমিরের কান্না বলেই প্রমাণিত হয়।

মতামত নিজস্ব

জিএসটি'র প্রথম শিকার পরিবেশ

২৩/১৭

২০১০ সাল। তখন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার চলছে। নতুন করে সেস বসানো হল। নাম হল ক্লিন এনার্জি সেস। আসলে কয়লা এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে যে পরিবেশ দূষণ হয় তার কিছুটা হলেও মোকাবিলা করা যাবে এই সেসের টাকায়। এরকমই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ছিল ভারতসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ। কারণ জলবায়ু বদলের বিপদ রোখা। ভারত ঠিক করলো প্রতি টন কয়লার বিক্রিতে ৫০ টাকা করে সেস নেওয়া হবে। সাধু উদ্যোগ। ২০১৪ ভারতের মসনদে আসীন হলেন নরেন্দ্র মোদী। সেবছরই সেস বেড়ে হল ১০০ টাকা প্রতি টন কয়লার জন্য। ২০১৫ সেস আবার বাড়লো। হল ২০০ টাকা। ২০১৬তে সেস বাড়িয়ে করা হল ৪০০ টাকা। এর জন্য প্যারিস জলবায়ু বিষয়ক মহাসভায় ভারতের প্রভূত প্রশংসা করা হল। এই টাকা যদিও সম্পূর্ণ খরচ করা যায়নি।

প্রতিবছর তবুও যেটুকু খরচ হত তা পরিবেশ, শক্তি, জলবায়ু বদল ইত্যাদি ক্ষেত্রে খরচ হত। বর্তমানে এই সেস'র পরিমাণ হয়েছে ৫৬৭৪০ কোটি। বর্তমান আর্থিক বছরের শেষে যা গিয়ে দাঁড়াবে ১লক্ষ কোটি টাকায়। সরকার ঠিক করেছে এই টাকা এখন থেকে আর পরিবেশের জন্য খরচ হবে না। এই টাকা পণ্য পরিষেবা কর বা জিএসটি লাগুর ফলে যেসব রাজ্যের রাজস্বের ক্ষতি হবে, সেই রাজ্যের ক্ষতিপূরণ করার জন্য ব্যবহার করা হবে। নিন্দুকেরা বলছে, পরিবেশের আচ্ছে দিন শুরু হল।

প্লাস্টিকের পৃথিবী

২৩/১৮

পৃথিবী খুব দ্রুতই একটি প্লাস্টিক গ্রহে পরিণত হচ্ছে। মার্কিন বিজ্ঞানীদের এক গবেষণা অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত উৎপাদিত প্লাস্টিকের পরিমাণ ৮.৩ বিলিয়ন টন। গত ৬৫ বছরেই এই বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক তৈরি হয়েছে। খবর বিবিসি'র।

এই বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক নিউইয়র্কের ২৫ হাজার এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের সমান অথবা ১০০ কোটি হাতির ওজনের সমপরিমাণ। আর এই বিশাল পরিমাণ উৎপাদিত প্লাস্টিকের প্রায় ৭৯ শতাংশই ছড়িয়ে পড়েছে খোলা প্রকৃতিতে। প্লাস্টিক বর্জ্যে দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একদল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোলজিস্ট প্লাস্টিকের উৎপাদন, ব্যবহার এবং দূষণ নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে এসব কথা বলা হয়েছে। পৃথিবী খুব দ্রুত একটি প্লাস্টিকের গ্রহে পরিণত হবে এবং আমরা যদি এমনটা না চাই তবে ক্ষতিকর পণ্য বিশেষ করে প্লাস্টিকের তৈরি জিনিস ব্যবহার কমানোর সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন।

সুস্থায়ী উন্নয়নঃ পিছিয়ে ভারত

২৩/১৯

সম্প্রতি সুস্থায়ী উন্নয়ন সূচক নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। নাম এসডিজি ইনডেক্স অ্যান্ড ড্যাশবোর্ড রিপোর্ট। এটা তৈরি করেছে সাসটেনেবল সল্যুশনস নেটওয়ার্ক এবং বার্তেলসম্যান স্টিফটাং। সুস্থায়ী উন্নয়ন সূচকের এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে ১৫৭টি দেশ নিয়ে। এর মধ্যে ভারতের স্থান ১১৬ তম। গত বছর ভারত ছিল ১১০ তম। অর্থাৎ সুস্থায়ী উন্নয়নের সূচকেও আমরা পিছিয়ে পড়ছি। প্রতিবেশী দেশ, চিন, নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান আমাদের থেকে এগিয়ে রয়েছে। সুস্থায়ী উন্নয়নের যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা নিয়ে প্রতিবছর এই রিপোর্ট তৈরি হয়। রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, হত দরিদ্রদের অবস্থা আগের তুলনায় কিছুটা ভাল হলেও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, সুস্থায়ী কৃষি পরিকাঠামো, পরিবেশ উন্নয়ন, লিঙ্গসাম্যের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা বেশ খারাপ।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

মানসিক সমস্যা ঃ ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন বস্তিতে বসবাসকারী শিশু এবং তাদের বাবা মায়ের মস্তিস্কের পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। কারণ শিশুর মানসিক গঠন এবং মস্তিস্কের কার্যক্ষমতার দিকে নজর দেওয়া। এই পরীক্ষা করা হচ্ছে ফাংশনাল ম্যাগ্নেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং পদ্ধতির মাধ্যমে। এতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। দেখা যাচ্ছে যেসব শিশুর পরিবার দারিদ্রসীমার নীচে রয়েছে তাদের মস্তিস্কের হাইপোথ্যালামাস ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। কারণ এদের পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকে। এমনকি গর্ভাবস্থায় মা-বাবার মস্তিস্কের অবস্থার প্রভাব শিশুর ওপর পড়ে। এজন্য শিশুর মাথায় রক্ত চলাচল এবং পুষ্টি পৌঁছে যাওয়াসহ সব কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সমীক্ষা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বক্তব্য, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির শারীরিক সমস্যা থেকে মানসিক সমস্যার চিকিৎসা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে আসবে।

ন তু ন | ব ই

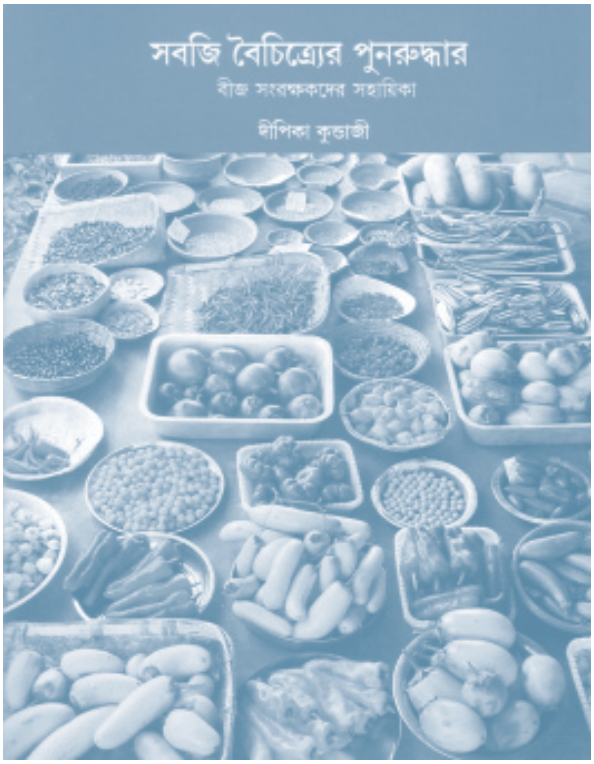

বইটির মূল বিষয় প্রথাগত উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে দেশজ সবজি বৈচিত্র পুনরুদ্ধার এবং তার বাস্তবসম্মত সংরক্ষণ। বৈচিত্রময় দেশজ সবজির সম্ভার মানুষের কাছে তুলে ধরাই বইটির উদ্দেশ্য। বীজ উৎপাদনের মূল তত্ত্ব, ভালো বীজ কী, কেন বীজের বিশুদ্ধতা রাখা জরুরি — এই নিয়েই আলোচনা রয়েছে এখানে। চলিত রাসায়নিক কৃষি-ব্যবস্থায় দেশজ বীজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না, এখানে দেশজ বীজেই প্রধানত জোর পড়েছে। নানা ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, কীভাবে কত সহজে বীজ উৎপাদন করা যায়। কয়েকটি বহুল প্রচলিত সবজি যেমন ঢ্যাঁড়শ, বেগুন, টমেটো, লংকা ও লাউ - কুমড়োর বিশুদ্ধ বীজ তৈরি প্রক্রিয়া পাওয়া যাবে এখানে।

৮.২৫ X ৫.৫ ডাবল ডিমাই।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ৬০ পাতা ।। ৪০টি রঙিন আর্টপ্লেট ।। ১০০ টাকা

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু